লোকসভা ভোটে ঝাঁপানোর নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ মন্ত্রিত্ব খোয়ানোয় কোনো ক্ষোভ নেই চূড়ামণি মাহাতোর, তবে জেলা তৃণমূলের অন্দরে চর্চা জারি ‘চক্রান্তের’। সে সবকে তোয়াক্কা না করে লোকসভা ভোটের জন্য দলীয় কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। মন্ত্রিত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর এই প্রথম নিজের প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজ্যের অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের বিদায়ী মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাতো। রবিবার দলের পঞ্চায়েতে বিজয়ী প্রার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে লোধাশুলির সরকারি ‘পথসাথী’ হলের সভায় তিনি বলেন, দল আমাকে প্রার্থী করে পাঁচ বছরের বিধায়ক ও মন্ত্রী করেছিল, দলের সিদ্ধান্ত সবসময় মেনেছি, এই ঘটনাও মাথা পেতে নিয়েছি। উল্লেখ্য, এর আগে বিষয়টি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বলে ঝাড়গ্রামে এসে জানান দলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি। বহু আগেই ঝাড়গ্রামের প্রশাসনিক কাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভর্ৎসনা করেন চূড়ামণিকে। সে সময় থেকেই জঙ্গল মহলে তাঁকে নিয়ে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়। জেলা সভাপতির পদ খোয়ান তিনি। এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফল খারাপের পর মন্ত্রিত্ব খোয়ান চূড়ামণি। পাশাপাশি দলের অন্দরে ‘চক্রান্তের’ চর্চা শুরু হয়। দলের একাংশের মতে, বিষয়টা সে রকম হলে পুরুলিয়ার মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতর এলাকাতেও ধরাশায়ী হয়েছে তৃণমূল। তবে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করার এক্তিয়ার নেই, ঘটনাটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বলে ব্যাখ্যা করেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের পর্যবেক্ষক প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা নেতা শিবেন্দ্রবিজয় মল্লদেব, ঝাড়গ্রাম যুব ব্লক সভাপতি অশোক মাহাতো, ব্লক সভাপতি অনিল মন্ডল প্রমুখ। এদিনের সভায় জয়ী প্রতিনিধিদের বুথওয়াড়ি সভা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কেন দলীয় সমর্থকরা মুখ ফিরিয়েছেন, তার কারণ অনুসন্ধান করে দশ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে।

উন্নয়ন সেই তিমিরেই ঃ ভিক্ষাবৃত্তি বৃদ্ধার

সমীর মাহাতো, ঝাড়গ্রাম

জঙ্গলমহলের উন্নয়ন নিয়ে যতই রাজনৈতিক চাপান-উতোর চলুক তার বাস্তব চিত্র বলছে অন্য কথা। এক শবর বৃদ্ধা আজীবন শুধু ভোটই দিয়ে গিয়েছেন। বয়স ৭০ ছুঁতে চলল, কোনো সরকারি সাহায্য ফিরেও তাকায়নি তাঁর দিকে। বার্ধক্য ভাতা তো দূরঅস্ত সামান্য রেশনের ২ টাকা কেজি চালটুকুও পান না বলে জানান বৃদ্ধা। এখন তাঁর জীবন চলে শহরে এসে নাতনির সঙ্গে মাগনবৃত্তি করে। নাতনিরও তো এখন স্কুলে পড়ার সময়! সে তাঁর দিদিমাকে সঙ্গ দেয়। কারণ, বৃদ্ধা চোখে আগের মতো ভালো দেখতে পান না। সারা দিন মাগনে জোটে খুব জোর ৫০ টাকা। এই ভাবেই দিন কাটছে বৃদ্ধার। ঝাড়গ্রামের সাপধরা অঞ্চল ও রাধানগর অঞ্চল সীমানার জঙ্গলখাস গ্রামের বাসিন্দা প্রায় ৭০ বছরের এই বৃদ্ধা হলেন কালন্দি ভুক্তা। সাত বছর আগে স্বামী নাড়ু শবরের মৃত্যু হয়েছে। বৃদ্ধার এক ছেলে ও এক মেয়ে। সবাই যে যাঁর মতো পৃথক থাকেন, মেয়ের ঘরের নাতনি নন্দিনীই এখন তাঁর জীবনসঙ্গী। পাশেই রয়েছে জারালাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়, নন্দিনীর নিয়মিত স্কুলে যাওয়া হয় না, কেন না তার দিদিমাকে মাগনে সঙ্গ দিতে হয়। রেশনে চাল পান না? বৃদ্ধা সোজাসাপ্টা বলেন, না। বার্ধক্য ভাতা বা অন্যান্য সরকারি সাহায্য? উত্তরে বলেন, আমার আধার কার্ড নাই, সে কারণে নাকি ব্যাঙ্কের পাশবই হয় নাই। পাশের জানাশোনা অনেককেই অনেক বার বলেছি, কই কিছুই হয় নাই। ঝাড়গ্রাম ব্লকের এক কর্মাধ্যক্ষ বলেন, আধার কার্ডের সমস্যা তো থেকেই গিয়েছে। যে গ্রামের কথা বলছেন, সেটি ৪ নম্বর সাপধরা ও ১ নম্বর রাধানগর অঞ্চলের সীমান্তবর্তী। আগস্টে নতুন করে সভাপতি গঠন হোক, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের সব স্তরেই জানাব। শীর্ষ প্রশাসনের এক প্রাক্তন আমলা বলেন, এখন রাজনীতিতে শুধু ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছে। পঞ্চায়েত, গ্রামপ্রধান ও নিচু তলার প্রশাসন তা ভুলে গিয়ে অসহায় মানুষদের প্রতি নজর দেয়নি বলে এই ধরনের সমস্যা বাড়ছে।

ডেবরা ২ ব্লকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ রাজ্যের অন্যতম আদিবাসী সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা। আর সেই জেলাতেই পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগী হল সাংসদ প্রতিনিধি অলোক আচার্য। হুগলি জেলার চুঁচুড়া আরোগ্য নামে একটি সমাজসেবী সংস্থার উদ্যোগে ডেবরা ব্লকের ৬নং জলিমান্দা অঞ্চলের অন্তলা হাইস্কুলে এই শিবিরে ব্লকের প্রায় ১৫০০ জন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানোর পরেই সমস্ত ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এসডিপিও, সাংসদ প্রতিনিধি অলোক আচার্য, আদিবাসী সংগঠনের সদস্য ঝিলমিল মুর্মু, তনুপ শিং-সহ অন্যান্যরা। ধামসা মাদল সহযোগে সমস্ত অতিথিদের সংবর্ধনা করা হয়। বিতরণ করা ছাতা, জামাকাপড়-সহ অন্যান্য সামগ্রী।

১ জানুয়ারি ২০১৮ পর ডেবরা ব্লকে ২ বার আদিবাসী সম্প্রদায়ের এত বড় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল।

মৎস্যজীবী ইউনিয়নের স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ ন্যাশনাল ফিশওয়ার্কাস ফোরামের আহ্বানে খসড়া সিআরজেড বিজ্ঞপ্তি ২০১৮ প্রতিবাদে জাতীয় কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। ঐ কর্মসূচিকে সফল করার জন্য কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) কৃষ্ণেন্দু বসাকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি তমালতরু দাস মহাপাত্র এবং সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল রায়। খসড়া সিআরজেড বিজ্ঞপ্তি ২০১৮ বিষয়ে সংগঠন কেন প্রত্যাহারের দাবি তুলেছে সেই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় হল-১) ম্যানগ্রোভ, বালিয়াড়ি, সামুদ্রিক উদ্ভিদ, উপকূলের কর্দম অঞ্চল, কচ্ছপ এবং পাখিদের স্বাভাবিক বাসস্থান অঞ্চলকে সিআরজেড ১এ বলা হয়েছে। সিআরজেড ১এ কে বাস্তুতন্ত্রগত স্পর্শকাতর এলাকা। এই এলাকাকে বাস্তুতন্ত্রগতভাবে স্পর্শকাতর বলা হলেও এই এলাকায় ইকো টুরিজিম, ট্রেকিং-সহ অন্যান্য কাজের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ২) জোয়ার ভাটার মধ্যস্থলের এলাকাকে সিআরজেড ১বি বলা হয়েছে। এটিকে স্পর্শকাতর এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার অধিকারের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। ৩) সিআরজেড ৩ এবং সিআরজেড ৪ এলাকা থেকে প্রায় সমস্ত রকম বিধি নিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছে। সিআরজেড ৩ এলাকায় যে পরিমাণ নো ডেভলপমেন্ট জোন ছিল সেটিকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিধিনিষেধের মাত্রা একেবারে নেই বললেই চলে। সংগঠনের সভাপতি তমালতরু দাস মহাপাত্র বলেন, সিআরজেড ২০১১-এর বিজ্ঞপ্তিতে সিআরজেড ৩ এলাকায় যেসব বিধিনিষেধ ছিল, ২০১৮ সালের সিআরজেড ৩ এলাকাতে সেই সব বিধিনিষেধগুলিতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মৎস্যজীবীদের উপর যথেষ্ট খারাপ প্রভাব পড়বে বলে মনে করি। আর যেভাবে উপকূল ভাগকে ভাগ করা হয়েছে সেটি আসলে অবৈজ্ঞানিক। অন্যান্য নেতৃত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তরুলতা প্রধান, দেবব্রত খুঁটিয়া, ঝর্ণা আচার্য্য, সন্তোষ বর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

নিকাশী নালা অবরুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ টোপা ড্রেনেজ নিকাশী খালে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ খালের ধারে কালভার্টের দেওয়াল তৈরীর জন্য গর্ত খুঁড়ে মাটি ফেলায় ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার জলনিকাশী অবরুদ্ধ হতে চলেছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় কৃষক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ব্লকের বিডিও কে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পরিষদের সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক বলেন, কোলাঘাট ব্লকের টোপা ড্রেনেজ খাল দিয়ে কোলাঘাট, পাঁশকুড়া ব্লকের প্রায় ৪৫-৫০টি গ্রামের জলনিকাশী হয়। সম্প্রতি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বরদাবাড়ে ৬ লেনের পরিপ্রেক্ষিতে কালভার্ট তৈরী করার জন্য একটি দেওয়াল তৈরী করছে। সেজন্য প্রয়োজনীয় গর্ত খুঁড়ে সেই মাটি খালে ফেলেছে। আবহাওয়া দপ্তরের খবর অনুযায়ী, ২ দিনের মধ্যে ভারী বর্ষণ ও বর্ষা নামতে চলেছে। ফলস্বরূপ অবিলম্বে ঐ মাটি তোলার ব্যবস্থা না করলে বিস্তীর্ণ এলাকার জলনিকাশী সমস্যা ভীষণভাবে ব্যাহত হবে বলে নারায়ণবাবুর অভিযোগ। এবিষয়ে পরিষদের পক্ষ থেকে সেচ দপ্তরের পাঁশকুড়া ২ সাব ডিভিশনের এসডিও কে অভিযোগ জানানো হলে উনি বিকালে সরেজমিনে পরিদর্শন করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে ঐ মাটি অতি সত্ত্বর তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেন। কৃষক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবিলম্বে খাল থেকে মাটি তোলার ব্যবস্থা না হলে পরিষদ বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

কেরানীচটি নাগরিক বৃন্দের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ গ্রীষ্মকালীন রক্তের চাহিদা মেটাতে, কেরানীচটি নাগরিকবৃন্দের উদ্যোগে, একটি রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। কেরানীচটি সব্জিবাজারে আয়োজিত এই শিবিরে সহযোগিতার হাত বাড়ালো উই ফর অল, বিডিআই ট্রাস্ট কলকাতা, মেদিনীপুর লায়ন্স ক্লাব, এফবিআই লাইফের মেদিনীপুর শাখা, শুভেচ্ছা ও কেয়ারফুল ডায়গনস্টিক, সময় বাংলা, মেদিনীপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের মত বিভিন্ন সংস্থা। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উদয় রঞ্জন পাল, প্রসেনজিৎ সাহা, প্রণব চক্রবর্তী, জয়ন্ত চক্রবর্তী, অখিলবন্ধু মহাপাত্র, ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ গোস্বামী, ডাঃ কিংকর সিং, ডাঃ রাজা ভকত, জয়ন্ত মন্ডল, নিসর্গ নির্যাস মাহাতো-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। শিবিরে ১১ জন মহিলা-সহ মোট ৭২ জন রক্তদান করেন এবং প্রায় তিনশো মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তরফে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে কেরানীচটির নাগরিকবৃন্দের এই ধরনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মধুসূদন নগরে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর শহরের মাইকেল মধুসূদন নগর নাগরিক কমিটির পরিচালনায় রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হল। মধুসূদন নগরের দূর্গা মন্ডপে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে রবীন্দ্র-নজরুল সহ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। রবীন্দ্র-নজরুলের জীবনী ও জীবনাদর্শের উপর প্রাঞ্জল ভাষায় বিশেষ আলোচনা করেন বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বালক বিভাগের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সরোজ কুমার মিশ্র। এলাকার কচিকাঁচা, ছাত্রছাত্রী-সহ বড়রাও এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সবশেষে মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে ‘নৃত্য নীড়’ নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা।

আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা ঃ ৪৮ বছর বয়সী এক আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল পাশের গ্রামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার তেলটোকা গ্রামের। আদিবাসী মহিলাটি লালগড়ে মেয়ের বাড়িতে যাচ্ছিল। সেই সময় ওই যুবক তাকে ধরে জঙ্গলে নিয়ে যায় ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর ধর্ষিতা চন্দ্রকোনা রোড পুলিশ বিট অফিসে অভিযোগ জানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেফতার করে অভিযুক্ত যুবককে। অভিযুক্ত যুবকের নাম গগন হালদার (২৬)।